https://www.amitrakshar.co.in/journal : www.amitrakshar.co.in

Volume – 1 | Issue – II | November-December 2024 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

যুগভেদে নারী : একটি সমীক্ষাত্মক আলোচনা

***Dr. Sudipta Halder Maity*[1]**

সারসংক্ষেপ: *বৈদিক যুগের সমাজে নারী জাতির স্থান সমুন্নত ছিল। বৈদিক সমাজে কেবল নারীরা অধ্যাত্মসাধনায় নিবেদিতপ্রাণা ছিলেন না, সে যুগের নারীরা সামাজিক ও পারিবারিক জীবনেও তৎকালীন যুগের পুরুষদের সাথে সমান অধিকারসম্পন্না ছিলেন। তাই প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে যেরূপ তত্ত্বদ্রষ্টী, ব্রহ্মবিদুষীরূপ লোপামুদ্রা,ঘোষা,অপালা ইত্যাদি দিব্যভাবসম্পন্না নারী ঋষিগণের উল্লেখ পাই, সেরূপ যুদ্ধবিদ্যায় নিপুণা যোদ্ধা নারী,যেমন - মুদ্গলিনী প্রভৃতির ঋগ্বেদে উল্লেখ পাই।*

*বৈদিক ভারতে মন্ত্র উচ্চারণের,বেদ পাঠের, পতি নির্বাচনে নারীদের অধিকার ছিল। এ বিষয়ে ঋগ্বেদে বলা হয়েছে - **"স্বয়ং সা বৃণুতে জনে চিৎ "(১০/২৭/১২) ।** তাছাড়া বৈদিক যুগে বিবাহ এবং সহমরণ প্রথা প্রচলিত ছিল না। কোন কোন নারী ব্রহ্মবাদিনীরূপে আজীবন অবিবাহিত থেকে বিদ্যাচর্চায় ব্রতী হতেন। তৎকালীন ভারতে অনেক নারী 'উপাধ্যায়া' রূপে অধ্যাপনা করতেন, যেমন, আপিশালা। ধর্মাচরণের পাশাপাশি তৎকালীন নারীগণ সংগীত ও নৃত্যকলা এবং যুদ্ধবিদ্যা প্রভৃতি চর্চা করতে পারতেন।*

তবে ঋগ্বেদীয় যুগের শেষের দিকে অথর্ববেদ এবং পরবর্তী ধর্মসূত্র ও মনুসংহিতার যুগ থেকে অদ্যাবধি সমাজে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবিধ কারণে নারী মর্যাদা ও সম্মান ক্ষুণ্ণ হয়ে চলেছে। নারীরা লিঙ্গ বৈষম্যের শিকার হয়ে চলেছে। তাই লেখিকা জ্যোতির্ময় দেবী বলেছেন -" মানুষ পৃথিবীতে একটা জাত। তাতে আবার দু'ভাগ- পুরুষ ও স্ত্রী..... । "এখনো নারীদের প্রতি ক্ষমতায়ণ ও শোষণের ভয়াবহতা সমাজের নানা স্তরে দেখা যায়।

কূটশব্দ: *ব্রহ্মবিদুষী, ব্রহ্মবাদিনী, উপাধ্যায়া, পেশস্করণ, রজয়িত্রী।*

AIJITR - Volume - 1, Issue - II, Nov-Dec 2024

Copyright © 2024 by author (s) and (AIJITR). This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)

ভূমিকা

বৈদিক যুগ বলতে, যে যুগে বৈদিক সাহিত্য রচিত হয়েছিল তাকে বোঝায়। এই সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত সংহিতা,ব্রাহ্মণ,আরণ্যক, উপনিষদ ও সূত্রসাহিত্য। প্রাচীনতম বেদের কাল অর্থাৎ ঋগ্বেদের কাল খ্রীষ্টপূর্ব দ্বাদশ শতক থেকে নবম শতকের শুরু বা দশম শতকের শেষ হিসাবে মনে করা হয়। যজুর্বেদ ও সামবেদ এবং প্রাচীন ব্রাহ্মণগুলি খ্রীষ্টপূর্ব নবম থেকে সপ্তম শতকের মধ্যে এবং অথর্ববেদের প্রাচীনতম অংশ এই সময়ে এবং বাকি অংশ ও পরবর্তী ব্রাহ্মণ ও উপনিষদগুলি খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম থেকে পঞ্চম শতকে রচিত হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। এর হাজার বছরের ইতিহাসে সাহিত্য ছাড়াও প্রত্নতত্ত্ব, শিলালিপি, তাম্রশাসন,মহাকাব্য (রামায়ণ ও মহাভারত), পুরাণ,বৌদ্ধ সাহিত্য প্রভৃতির অন্তর্ভুক্তি করা যায় বৈদিক সাহিত্য হিসাবে।

বৈদিক যুগের নারীদের অবস্থান :

•ঋগ্বেদের যুগে সমাজে নারীজাতির স্থান সুউচ্চ ছিল। বৈদিক যুগের নারীরা কেবলমাত্র অধ্যাত্ম্য সাধনায় ব্রতী ছিলেন না, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই পুরুষদের সঙ্গে সমান অধিকার ভোগ করতেন। ব্রাহ্মণ,ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই তিনটি উচ্চ বর্ণের নারীদের বেদ অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনার পূর্ণ অধিকার ছিল। বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণে নারীদের অধিকার ছিল এবং সেই জন্য উপনয়নবিধি পুরুষের ন্যায় নারীদের অবশ্য করণীয় ছিল। বৈদিক বিধি

[1] *Assistant Professor, Department of Sanskrit, Saheed Nurul Islam Mahavidyalaya. North 24 pgs, West Bengal, India*
DOI (Crossref) Prefix: ***https://dx.doi.org/10.63431/AIJITR/1.II.2024.50-56***
AIJITR, Volume-1, Issue-II, November - December 2024, PP. 50-56.
Revised and accepted on 17th December 2024, Published: 31th December 2024.

Volume – 1 | Issue – II | November-December 2024 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

অনুসারে উপনয়ন সংস্কারের পরে 'দ্বিজ' হয়ে রমণীগণ ব্রহ্মগায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করতেন এবং পবিত্র অগ্নি আধান করে হোম করতেন,বেদ ও অন্যান্য গ্রন্থ পাঠ করতেন।

• বৈদিক যুগে নারীদের বাল্যবিবাহ প্রচলন এর দৃষ্টান্ত দৃষ্ট হয় না। শিক্ষা আরম্ভ করে তারা ১৬ বা ১৭ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা লাভের সুযোগ পেতেন। শুধু তাই নয়, প্রাপ্তবয়স্ক হলেও তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ নাও হতে পারতেন। তাই ঋগ্বেদে 'ব্রহ্মবাদিনী' ও 'সদ্যোদ্বধূ' নামে নারীদের দুটি বিভাগ প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মবাদিনীগণ উপনয়ন প্রথা গ্রহণ করতেন পবিত্র অগ্নি রক্ষা করতেন। ব্রহ্মবাদিনীগণ আজীবন অবিবাহিত থেকে বিদ্যা চর্চায় ব্রতী হতেন। কিন্তু 'সদ্যোদ্বধূ' নারীরা শিক্ষা গ্রহণের সমাপ্তান্তে বিবাহ করতে পারতেন। হারীত বর্ণিত নারীদের দুটি বিভাগের মধ্যে ব্রহ্মবাদিনীরা বিবাহ না করে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী পুরুষদের মত চিরকুমার্য ব্রত অবলম্বন করতেন।তাই পাণিনি তাঁর 'অষ্টাধ্যায়ী' গ্রন্থে 'কঠী' ও 'বহ্বৃচী' প্রভৃতির শব্দের ব্যুৎপত্তি ব্যাখ্যা করার জন্য পৃথক্ সূত্র রচনা করেছেন।

• ঋগ্বেদের যুগে সমাজের সহমরণ প্রথা ছিল না। সেই সময়ের সদ্য বিধবা নারীদের বেঁচে থাকার অধিকার ঋষিগণ প্রদান করতেন। তাই ঋগ্বেদসংহিতায় বলা হয়েছে-

উদীর্ষ্ব নার্যভি জীবলোকং

গতাসুমিত মুপশেষ এহি।

হস্তগ্রাভস্য দিধিষোস্ত বেদং

পত্যুর্জনিত্ব মভি সং বভূথ।।[১]

অর্থাৎ হে নারী,সংসারের দিকে ফিরে চলো,গাত্রোত্থান কর,তুমি যার সঙ্গে শয়ন করতে যাচ্ছ সে গতাসূ হয়েছে। চলে এসো, যিনি তোমার পাণিগ্রহণ করেছিলেন, সেই পতির পত্নী হয়ে যা কিছু কর্তব্য ছিল সকলই তোমার করা হয়েছে।

• বৈদিক সমাজে স্বপত্নীক যজমানের যজ্ঞ সম্পাদনের বিবরণ ঋগ্বেদে লব্ধ হয়। প্রত্যেক প্রধান যজ্ঞে 'পত্নীসংযাজ' নামে একটি যাগ অনুষ্ঠিত হতো।সুতরাং, সেই যুগে পারিবারিক জীবনে স্ত্রী কর্তৃত্ব সাধন করতেন।

• বৈদিক যুগে বহু নারী অধ্যাপিকা, বিদুষী,তত্ত্বদ্রষ্টী, ব্রহ্মবিদুষীরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন নিজেকে। বৈদিক সাহিত্যের সংহিতায়, ব্রাহ্মণে এবং উপনিষদে গার্গী,অপালা,ঘোষা প্রমুখের নাম দৃষ্ট হয়। বৃহদারণ্যকোপনিষদে ব্রহ্মবাদিনী গার্গী ও যাজ্ঞবল্ক্য উভয়ের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। এর মাধ্যমে বোঝা যায় যে, তৎকালীন বিদুষী, জ্ঞানী,তপস্বিনী নারীগণ মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের সাথে তার্কিক আলোচনা,বাক্-বিতন্ডায় অংশগ্রহণ করতে পারতেন এবং তৎকালীন সমাজ তা সগৌরবে গ্রহণ করত। এই বিষয়ে বৃহদারণ্যকোপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ের পঞ্চম ব্রাহ্মণে 'যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ী সংবাদে ' দেখা যায় যে, যাজ্ঞবল্ক্য ও তার পত্নী মৈত্রেয়ীর মধ্যে আধ্যাত্মিক আলোচনাকালে যাজ্ঞবল্ক্য প্রব্রজ্যা গ্রহণের পূর্বে দ্রব্যাদি, তার দুই স্ত্রীর মধ্যে বিভক্ত করতে ইচ্ছা করলে মৈত্রেয়ীর স্মরণীয় উক্তি -

"**যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্?** "[২]

তিনি ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন পার্থিব সম্পদের থেকে। সুতরাং, তৎকালীন বৈদিক সমাজে নারীরা স্বাধীনভাবে শিক্ষা গ্রহণ এবং শিক্ষাদানের অধিকারী ছিলেন।

• তৎকালীন সমাজে পিতা-মাতা যে কেবল বিদ্বান পুত্রের কামনা করতেন তা নয়, বিদুষী কন্যারও জন্মের জন্য উদগ্রীব থাকতেন, কন্যা কামনা করতেন। বৃহদারণ্যকোপনিষদে তাই বলা হয়েছে -

" **অথ য ইচ্ছেদ্ দুহিতা মে পন্ডিতা জায়েত সর্বমায়ুরিয়াদিতি তিলৌদকং পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তমশ্নীয়াতাম্।** "[৩]

• বৈদিক যুগে কোন কোন নারী নৃত্যবিদ্যা,সংগীত,যন্ত্রসঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন। নারী,পুরুষ উভয়ের নৃত্যকলায় অভ্যাস করলেও তৎকালীন সময়ে মূলতঃ ললিতকলাকে নারীদের শিক্ষনীয় বিদ্যা বলে মনে করা হতো। এ বিষয়ে শতপথ ব্রাহ্মণের একটি উপাখ্যান এ বলা হয়েছে যে, দেবতাগণ সংগীত ও নৃত্যকলা সৃষ্টি করে সর্বপ্রথম বাগ্ দেবী সরস্বতীকে শিক্ষা দিয়েছিলেন।

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 1 | Issue – II | November-December 2024 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

• ঋগ্বেদীয় সমাজে কোন কোন নারী সেলাই করা এবং পশমের সাহায্যে বয়ন শিল্পকর্মে লিপ্ত থাকতেন। বৈদিক সাহিত্যে বস্ত্রলংকরণ কর্মে নারীদের নৈপুণ্য দৃষ্ট হয়। তাই শতপথ ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে -

"তৎ বা এতৎ স্ত্রীণাং কর্ম যৎ ঊর্ণাসূত্রং কর্ম। "[৪]

এছাড়া বৈদিক যুগে অলংকরণ শিল্পে সুদক্ষ নারীকে 'পেশস্করী' বলা হত এবং অলংকরণ কর্মকে 'পেশস্করণ' নামে অভিহিত হত।

• ঋগ্বেদীয় সমাজে সামরিক শিক্ষাদান করার প্রথা নারীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। ঋগ্বেদের অশ্বিনসূক্তে (১-১১৬) দেখা যায় যে, রানী বিশ্পলা শত্রুদের দ্বারা আহত হন এবং তাঁর গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত উরু অস্ত্রোপ্রচারের মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন করে লৌহ নির্মিত কৃত্রিম উরু সংযোজিত করা হয়। এই রূপ ঋগ্বেদে মুদ্গলিনী, বধ্রিমতি, শশীয়সী প্রমুখ যোদ্ধা নারীর কার্যাবলী শ্রুত হয়। ঋকবেদের দশম মন্ডল এর ১০২ সূক্তে মুদ্গলিনীর যুদ্ধ জয়ের আখ্যান বিধৃত আছে।

যজুর্বেদে যুগে আর্য প্রাচার্য সংমিশ্রণ স্পষ্টভাবে পরিস্ফুট হয়। ঋক্বেদের দশম মন্ডল থেকে বিভিন্ন সামাজিক রীতিনীতি ও আর্থসামাজিক কারণে ক্রমশ নারীদের প্রতি সমাজের উদারতা হ্রাস পেতে থাকে। আর্যদের ক্রমশ নগরমুখী হওয়া,গোষ্ঠী ও কৌমের ভাঙ্গন, বহির্বাণিজ্য আরম্ভ প্রভৃতি সামাজিক জটিলতা শুরু হতে থাকে। এর ফলে তৎসময়ে উত্তম নারীর সংজ্ঞা হয়ে গেল- "যে স্বামীকে সন্তুষ্ট করে পুত্র সন্তানের জন্ম দেয়, স্বামীর কথার উপরে কথা বলে না। "সেই হল আদর্শ নারী (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৩/২৪/২৭) ।

ঋগ্বেদ পরবর্তীকালে নারী

বৈদিক সমাজে নারীর স্থান ক্রমশই অন্তঃপুরের গহনে আবৃত হতে থাকে। পরবর্তীকালে সংস্কৃত সাহিত্যে নারী ও শূদ্র তুলনীয় হয়ে পড়ে।ধর্মীয় অনুশাসনের বেড়াজালে তৎকালীন সামাজিক আচার-আচরণ উচ্চ বর্নের জন্য প্রযোজ্য হয়ে পড়ে। সকল বর্ণের নারীকে সমাজের নিম্নস্তরে নিয়ে এসে শোষণ,নিপীড়ন, বঞ্চিত করা শুরু করে ধর্মশাস্ত্রগুলিতে। কয়েকটি দৃষ্টান্তকে নিম্নে আলোকপাত করা হলো -

১) বৈদিক যুগের প্রারম্ভে নারীর উপনয়ন সংস্কারের অধিকার থাকলেও তা পরে নিষিদ্ধ করা হয়।

২) প্রাচীন ভারতে বেদ পাঠ করা শূদ্রদের নিষিদ্ধ হয়ে পড়ে। মনুর বিধান অনুসারে,নারীদের বেদ পাঠের অধিকার নিষিদ্ধ করা হয়।

৩) বেদ নিষিদ্ধ হওয়ায় শূদ্র এবং নারীদের যজ্ঞভিত্তিক সকল ধর্মীয় ক্রিয়া-কলাপও নিষিদ্ধ হয়।

৪) শূদ্রদের যেমন একমাত্র কর্ম ছিল উচ্চবর্ণের সেবা করা, তৎকালীন সমাজের সকল বর্ণের নারীদেরও প্রধান কর্ম হয়ে দাঁড়ালো পরিবার-পরিজনদের সেবা করা।

সকল বর্ণের নারীর স্থান আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামোর তলদেশে এসে পৌঁছেছিল তৎ সময়ে। রামায়ণ-মহাভারতের যুগের সামাজিক প্রেক্ষাপট আলোচনা করলে দেখা যায় যে, মহাভারতে আর্য অনার্য নানা জনগোষ্ঠীর অধ্যুষিত অনেক রাজ্যে প্রাচীন ভারত বিভক্ত ছিল ।

তৎকালীন সময়ে পুরুষের যেরূপ বহুবিবাহ প্রথার প্রচলন ছিল সেরূপ নারীরাও বহু পতিগামী হতে পারতেন। যেমন,শূর্পনখার রাম এবং লক্ষণকে বিবাহের প্রস্তাব প্রদান দৃষ্টান্ত স্বরূপ। স্ত্রীর বহুপতিগামিত্বের উদাহরণ - দ্রৌপদী।

রামায়ণের সময়ে নারীরা অন্তঃপুরের বাইরে যাওয়ার অধিকারিণী ছিলেন। তাই সীতা রামের সঙ্গে বনবাসে যেতে সমর্থ হয়েছিলেন। তবে সীতার অগ্নিপরীক্ষা এ কথাই প্রমাণ করে যে, সেইসময়ে সমাজে নারীদের প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি সমাজের রীতির বেড়াজাল এবং লিঙ্গবৈষম্যমূলক আচরণ নারীদের মর্যাদা ও সম্মান ক্ষুন্ন করতে সচেষ্ট ছিল।

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

https://www.amitrakshar.co.in/journal : www.amitrakshar.co.in
Volume – 1 | Issue – II | November-December 2024 | ISSN: 3049-0278 (Online)
Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

মধ্যযুগের ভারতীয় নারী

আনুমানিক ১২০৬ সাল থেকে ১৭০৭ সাল পর্যন্ত মতান্তরে ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত মধ্যযুগ হিসেবে মনে করা হয়। এর মাঝে মুঘল শাসন কাল শুরু হয় আনুমানিক ১৫২৬ সাল থেকে। মধ্যযুগীয় সময় ভারতীয় নারীদের জন্য হতাশাজ জনক ছিল,কারণ, মুসলমানরা ভারতের শাসন করার সময় তাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে বিস্তৃত করেছিল। সেই সময়ে নারীরা কেবলমাত্র পিতা ভাই বা স্বামীর সম্পত্তি রূপে গণ্য হতো। তাদের নিজস্ব কোন স্বাধীন ইচ্ছাকে গুরুত্ব দেওয়া হতো না। তাই মধ্যযুগীয় নারীদের জন্য মধ্যযুগ 'অন্ধকার যুগ 'রূপে অভিহিত করা যেতে পারে।তৎকালীন সময়ে নারীদের অবস্থা নিম্নে আলোচিত হল-

• নারীদের পর্দার অন্তরালে রাখা হতো। নারীরা পর্দা প্রথায় আসীন থাকতো।

• হারেম প্রথা নারীদের অবস্থাকে শোচনীয় পরিণতি প্রদান করেছিল।

• শিক্ষাগ্রহণে সেই সময় নারীদের নিরুৎসাহিত করা হতো। মেয়েদের শিক্ষার উপর আনা বিধি নিষেধ চাপানো হতো।

• নারীদের ইচ্ছা -আকাঙ্ক্ষা অনুসারে জীবন যাপন করার স্বাধীনতা দেওয়া হতো না।

• মধ্যযুগীয় সমাজে সতীদাহ প্রথা, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি প্রচলিত ছিল।এই সময় দেবদাসী প্রথা, জহরব্রত নারীদের জীবনকে নরকে পরিণত করেছিল।

মধ্যযুগের সামাজিক প্রতিকূলতার মধ্যেও যে সকল নারী সামাজিক রীতির বিরুদ্ধে গিয়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তাঁরা হলেন -

১) রাজিয়া সুলতানা

২) কুতলুক খানম নিগার

৩) গুলবদন বেগম

৪) নুরজাহান

৫) চাঁদ বিবি

৬) তারাবাঈ প্রমুখ

আধুনিক সমাজে নারী

মনে করা হয় যে, পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ উত্থান হয়েছিল। অষ্টাদশ শতকের শেষের দিক থেকে উনবিংশ শতকের প্রথমে দিক পর্যন্ত ভারত আধুনিকতার স্পর্শ পেয়েছিল। সেই সময় নরনারী নির্বিশেষে যেমন ব্রিটিশ অত্যাচারে অত্যাচারিত হয়েছিল,তেমনই ব্রিটিশশাসনকে প্রাচীন ভারতের আধুনিক ভারতে রূপায়িত হওয়ার প্রথম সোপানে উপনীতরূপে বিবেচনা করা যেতে পারে। বৈদিক যুগের পরবর্তী সময় থেকে যেভাবে ভারতবর্ষে নারীদের আর্থসামাজিক রীতি-নীতির বেড়া জালে পাশবদ্ধ করা হয়েছিল, ব্রিটিশ আমলে তা কিছুটা হলেও শিথিল হয়। তাছাড়া,মোগল আমলের পর্দাপ্রথা, হারেমপ্রথা প্রভৃতি অনেকটাই শিথিল হয় উনবিংশ শতকের ব্রিটিশ আমলে। নানা বিশ্ববিদ্যালয়,বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল এই সময়ে। নারীদের সতীদাহপ্রথা, বাল্যবিবাহ বন্ধ হয়েছিল এই সময়ে।

১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম মহিলাদের ভোটাধিকারের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। সরোজিনী নাইডুর নেতৃত্বে ১৪জনের দল ব্রিটিশ পার্লামেন্টে মহিলাদের ভোটাধিকারের প্রসঙ্গ উত্থাপিত করেন।বিশেষ শর্তে মহিলাদের ভোটাধিকার প্রাপ্ত হয়। ১৯২৯ সালে মহিলাদের ভোটাধিকার কার্যকর হয়। সেখানে উত্থাপিত তিনটি শর্ত হলো -

১) নারীদের বিবাহিত হতে হবে।

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 1 | Issue – II | November-December 2024 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

২) তাকে সম্পত্তির অধিকারিণী হতে হবে।

৩) তাকে শিক্ষিত হতে হবে ।

যারা নারী শিক্ষা বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা হলেন :

- রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২ - ১৮৩২)
- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০ -১৮৯১)
- মহারাষ্ট্রের জ্যোতিরাও ফুলে (১৮২৭-১৮৯০)
- সাবিত্রীবাঈ ফুলে (১৭৮০- ১৭৯০)
- গুজরাটের দয়ানন্দ সরস্বতী (১৭৮০ - ১৭৯০)
- রোকেয়া শাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০ - ১৯৩২)

পশ্চিমের দেশে যখন নারী আন্দোলন সক্রিয়ভাবে গড়ে ওঠে তখন ভারতবর্ষের সেভাবে নারী আন্দোলন গড়ে ওঠেনি।তবে কোন কোন ব্যক্তির সচেষ্ট হয়ে নারীকে সক্ষম করতে প্রচেষ্টা করেছিলেন। ভারতের আর্থসামাজিক পরিস্থিতি এমনই ছিল যে, তখন নারীদের সুগৃহিনী রূপে গড়ে তোলাই ছিল পুরুষতান্ত্রিক সমাজের একমাত্র উদ্দেশ্য।

ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে পুরুষদের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে নানা বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেছিলেন নারীরা। সেক্ষেত্রে নারীদের বীরত্ব প্রতিবাদী রূপ ধরা পড়ে।

তুলনাত্মক আলোচনা

ভারতবর্ষ একটি সময়ে নারী পুরুষ উভয়ের সমবেত সামগ্রিক লড়াই ছিল। বিংশশতকের গোড়ার দিকে তৎকালীন সমাজের উদ্দেশ্য ছিল দেশকে স্বাধীন করা। সেই সময় নারী-পুরুষ সমবেত হয়ে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছিলেন এবং নারী শৃঙ্খলা শিথিল হয়েছিল। আধুনিক সমাজে নারীদের একইসঙ্গে দুই প্রকার চাপের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছিল। যেমন- ঔপনিবেশিকতা এবং লিঙ্গ বৈষম্যের চাপ। প্রাচীন ঋগ্বৈদিক যুগে নারীদের স্বাধীনতা মর্যাদা এবং সম্মান সমাজে যতটাই সমুন্নত ছিল, ততটাই পরবর্তীকালে অর্থাৎ ধর্মশাস্ত্র,মনুসংহিতার সময় থেকে তা ক্ষুন্ন হয়েছে। যদিও মনুসংহিতায় প্রথমের দিকে নারী মর্যাদা অক্ষুন্ন ছিল, তবে পরবর্তীকালে নারী ও শূদ্রকে একই আসনে বসিয়ে সামাজিক বেড়াজালে তাদের বিদ্ধ করা হয়েছে। আধুনিক সমাজে বিবাহ বিষয়ে আইনকানুন অনেকটা শিথিল হয়েছিল তা দৃষ্ট হয়। তবে মনুসংহিতার যুগে শূদ্রা বা হীনজাতীয়া নারীকে বিবাহ করলে বংশ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয় এরূপ সামাজিক নিয়মকে মনু লিপিবদ্ধ করেছেন। মনুসংহিতায় তাই বলা হয়েছে- -

" **হীনজাতিস্ত্রিয়ং মোহাদুদ্বহন্তো দ্বিজাতয়ঃ।**

কুলান্যেব নয়ন্ত্যাশু সসন্তানানি শূদ্রতাম্।।"[৫]

প্রাচীনকালেও যেরূপ লিঙ্গবৈষম্য দৃষ্ট হয়েছে, তেমন ছোট থেকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে লিঙ্গ বৈষম্যের পাঠ আমাদের সমাজ প্রদান করে থাকে। তার কিছু দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদত্ত হলো :

• আমাদের পাঠ্যপুস্তক সহজপাঠে দেখি, " **ডাক পারে ও ঈ/ ভাত আনো বড় বৌ।।** " [৬] - এই দুইটি লাইনের আপাত অর্থ সুমধুর ও শিক্ষনীয় হলেও বিশ্লেষণমূলক দৃষ্টিতে দেখলে বোঝা যায় যে, এখানে লিঙ্গবৈষম্য স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান। যেমন প্রাচীনকালে নারীকে পুত্র সন্তানের জন্ম দেওয়া,তাকে প্রতিপালন স্বামী ও পরিবারের দেখাশোনার জন্য গ্রহণ করা হতো, সেরূপ এখানেও যেন বলা হচ্ছে যে, স্ত্রী জাতি কেবলমাত্র গৃহ কর্মের জন্য সৃষ্টি। নারী ভিন্ন রন্ধনশিল্প যেন পুরুষের কর্ম নয়। কিন্তু এই একবিংশ শতকে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে রন্ধনশিল্পে পারদর্শী তার প্রমাণ মেলে। সুতরাং, সমাজ আধুনিক হলেও সমাজের মানসিক চিন্তাধারার আরও ব্যাপ্তি প্রয়োজন।

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 1 | Issue – II | November-December 2024 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

• অন্যদিকে,রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শাস্তি' গল্পে সমাজের স্বামীরা তার স্ত্রীর উপর কিরূপ অধিকার প্রয়োগ করে তার খন্ডচিত্র ধরা পড়ে। গল্পে বলা হয়েছে যে, "**ছিদাম চোখ পাকাইয়া বলিল, এবার যদি কখনো শুনি তুই একলা ঘাটে গিয়েছিস তোর হার গুঁড়াইয়া দিব। চন্দরা বলিল, তা হইলে তো হাড় জুড়ায়। তৎক্ষণাৎ বাহিরে যাইবার উপক্রম করিল। তাহার চুল ধরিয়া টানিয়া ঘরে পুরিয়া বাহির হইতে দার গৃহবন্দী করিয়া দিল।**"[৭] রবীন্দ্রনাথের এই ছোট গল্প থেকে তৎকালীন আধুনিক সমাজ বা নগরায়নের দিকে ধাবমান সমাজে নারীরা পুরুষদের হস্তে কিভাবে নির্যাতিত শোষিত হতো তার চিত্র পাওয়া যায়।

আধুনিক সমাজ সভ্য,উন্নত হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে সমাজের মানসিক উন্নয়ন কর্তব্য। সমাজে নারীদের প্রতি দেখার দৃষ্টিভঙ্গিকে উন্নত করা কর্তব্য। সমাজ নির্ধারিত করে রেখেছে যে, চাকরি এবং নারীর সংসার করা হলো প্রত্যাশিত ভূমিকাস্বরূপ। আধুনিক সমাজ বিজ্ঞানমনস্ক ও উন্নতশীল হলেও সমাজের অনেক অংশেই নারীকে পদতলসম এবং পুরুষকে মুখমণ্ডল স্বরূপ রূপেই স্বীকার করা হয়েছে, যেভাবে মনুসংহিতায় চতুর্বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণকে সর্বশ্রেষ্ঠ, মুখমন্ডল সদৃশ স্বীকার করা হতো। কেবলমাত্র নারীরা পুরুষদের দ্বারা অত্যাচারিত হয় না, ভারতবর্ষের গ্রাম বাংলার অনেক গৃহবধূই পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ,

বয়োজ্যেষ্ঠাদের দ্বারা অত্যাচারিত হয়।

অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সমাজ সৃষ্ট লিঙ্গ বৈষম্যতা সমাজের নারীরাও মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে।তাই লেখিকা জ্যোতির্ময়ী দেবী বলেছেন, "**মানুষ পৃথিবীতে একটা জাত। তাতে আবার দুভাগ- পুরুষ ও স্ত্রী। কিন্তু তাতে মানুষের সমস্যা মেটেনি,সে স্ত্রী জাতির মধ্যেও দাগ কেটে দুজন করেছে। একজন হল পুরুষের ঘর-সংসারের গৃহিণী বা সন্তানের জননী - সেবিকা,তার নামই হল সতী। আর অন্যজন হল তার প্রমোদ বিলাসের সঙ্গিনী,বহুল্লভা,গৃহধর্মহীনা এক নিঃসঙ্গ নারী - তাকে অসতী বলা চলে।**"[৮]

উপসংহার

নারীদের প্রতি এই বৈষম্যমূলক আচরণ দূর করার জন্য সর্বস্তরের মানুষকে সচেতন হতে হবে। বিংশ শতকের শেষে নতুন শতকে আমরা উন্নীত হয়েছি। প্রাচীনকাল থেকে নারী-পুরুষ যে ভেদাভেদ চলে আসছে তার মূলে আছে সামাজিক পরিবেশ। নারী ও পুরুষের মধ্যে যে বৈষম্যদৃষ্ট হয় তা হল কৃত্রিম এবং সমাজ সৃষ্ট। তাই এখনও পুত্র সন্তান জন্মালেই মানুষ আনন্দিত হয়, কন্যাভ্রূণ এখনো হত্যা করা হয়, কর্মরত নারীদের অনেক ক্ষেত্রে বিবিধ সময়ে কর্মস্থলে হয়রানির শিকার হতে হয়, নারীর সতীত্ব নষ্ট হয়। মেয়েদের পড়াশোনা চাকরি প্রভৃতি ক্ষেত্রে রক্ষণশীলতাকে বিনাশ করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে এই যুগে। রামমোহন রায় যে নারী পুরুষের মানুষ ক্ষমতার সমতার উপর আস্থাজ্ঞাপন করেছিলেন, তা আজ প্রমাণিত। নারীরা আজ ফিরিয়ে দিতে চাই সেই সকল স্মৃতিশাস্ত্র যা কেবল নারীদের দমনের কথা বলেছে। আধুনিক নারীরা নিজেরা নিজেদের সত্য অর্জন করতে চায় সম্পূর্ণ স্বকীয়তার মাধ্যমে এবং নারীরা এখনো নিজেদের স্বরেরই অন্বেষণে রত। প্রাচীন বৈদিক যুগ থেকে অদ্যাবধি বিভিন্ন সময়ে গার্গী,মৈত্রেয়ী, রাজিয়া সুলতানা, রোকেয়া বিবি প্রমুখের মতো নারীরা সগৌরবে,স্বমহিমায়, বিদ্যা -বত্তায়,যুদ্ধক্ষেত্রে সমাজের সকল বাধা নিষেধকে লঙঘন করে এই সমাজকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন এবং চলবেন এই আশা রাখি।

উল্লেখপঞ্জি

১) ঋগ্বেদ সংহিতা- ১০/১৮/৮

২) বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ -৪/৫/৪

৩) তদেব- ৬/৪/১৭

৪) শতপথ ব্রাহ্মণ -১২/৭/২-১

৫) মনুসংহিতা -৩/১৫

৬) সহজ পাঠ

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 1 | Issue – II | November-December 2024 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

৭) গল্পগুচ্ছ -পৃষ্ঠা -১৭৩

৮) অন্ধকার একটি দিক -পৃষ্ঠা -৩৬৯

গ্রন্থপঞ্জি

- দেবী জ্যোতির্ময়ী। সমাজে একটি অন্ধকার দিক, জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা সংকলন (প্রথম খন্ড)। কলকাতা :যাদবপুর নারী শিক্ষাকেন্দ্র,যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯২।
- বসু যোগীরাজ। বেদের পরিচয়। কলকাতা :ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড,২০০৯।
- বন্দোপাধ্যায় শান্তি। বৈদিক রূপরেখা। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ২০০৩।
- মনু।মনুসংহিতা। সম্পা. মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। কলিকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ১৪১০ (বঙ্গাব্দ)।
- Rgveda Samhita. Ed. Ravi Prakash Arya & K. L. Joshi. Delhi: Parimal Publication, 2003.

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431